সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫৩

WEEKLY BOOKLET:253

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"নেকীর দাওয়াত" এর একটি অংশ সংশোধন ও পরিবর্ধন সহকারে

দুনিয়ার কোন্ বিষয়টি নিন্দনীয়?

ইসলামের প্রতি ঝোঁক হয় অন্তর হতে দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণ	১
ইবলিশের কন্যা	৯
দুনিয়ার তিনটি উত্তম কাজ	১১
দুইজন মৎস্য-শিকারীর ঘটনা	১৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" কিতাব হতে নেয়া হয়েছে

দুনিয়ার কোন্ বিষয়টি নিন্দনীয়?

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"দুনিয়ার কোন্ বিষয়টি নিন্দনীয়?"** পড়ে বা শুনে নিবে, তার অন্তর হতে দুনিয়ার ভালবাসা দূর করে তাকে তোমার ও তোমার প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা প্রদান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়েছে। (তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের ভক্তি প্রযুক্ত ভয় অন্তর হতে দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণ

আফসোস! আজ উম্মতের অধিকাংশ লোকেরা দুনিয়াকে অনেক বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়ার কারণে

www.dawateislami.net

ইসলামের প্রকৃত ভালবাসা হতে বঞ্চিত হতে দেখা যাচ্ছে। এর ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনায় একটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের আখেরী নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় কিছু বলে মনে করতে আরম্ভ করবে, তখন ইসলামের ভক্তি প্রযুক্ত ভয় তাদের অন্তর হতে দূরীভূত হয়ে যাবে। আর যখন সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা বাদ দিয়ে দিবে, তখন তারা ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর যখন পরস্পর গালিগালাজ করা আরম্ভ করে দিবে, তখন তারা **আল্লাহ পাকের** দরবারে সম্মানের আসন থেকে ছিটকে পড়বে।"

(নাওয়াদিরুল উসুল, ১ম খন্ড, ৬৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৩৩)

দুনিয়া কি মুহাব্বত ছে দিল পাক মেরা কর দো
বুল্ওয়া কে শাহানশাহে আবরার মদীনে মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দুনিয়া সম্পর্কিত বিশেষ তথ্যাবলী সমৃদ্ধ মাদানী ফুল

দুনিয়া হলো খেল-তামাশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, উম্মত যখন দুনিয়াকে খুবই গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া

www.dawateislami.net

আরম্ভ করে দেবে, তখন তারা ওহীর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। বাস্তবেই দুনিয়াকে বড় কিছু মনে করা একটি মন্দ বিষয়। আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে দুনিয়া সম্পর্কে বিশেষ তথ্যাবলী সমৃদ্ধ কিছু মাদানী ফুল পেশ করা হচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'কানযুল ঈমান সম্বলিত খাযায়িনুল ইরফান'** এর ২৫২ পৃষ্ঠায় ৭ম পারার সূরা আনআমের ৩২ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর দুনিয়ার জীবন তো নয় বরং খেল-তামাশাই। নিঃসন্দেহে আখিরাতের আবাস শ্রেয় তাদেরই জন্য যারা (**আল্লাহ**কে) ভয় করে। এরপরও কি তোমরা বুঝতে পার না?

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাযায়িনুল ইরফানে উক্ত আয়াতে মোবারকার টীকায় লিখেছেন: 'মুমিনদের নেক আমল ও ইবাদত যদিও দুনিয়াতেই সম্পাদিত হয়, মূলত

www.dawateislami.net

ওসব কাজ আখিরাতেরই। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো; মুত্তাকীদের আমল ব্যতীত দুনিয়াতে আর যা কিছু রয়েছে সবই খেল-তামাশা।'

দুনিয়া কে গমু কি তুম লিল্লাহ দু'আ দে দে
বুলওয়া কে গম আপনা দো ছরকার মদীনে মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৮৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'ইছলাহে আমাল' কিতাবের ১ম খন্ডের ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

'দুনিয়া' শব্দের অর্থ

'দুনিয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'নিকটবর্তী'। দুনিয়াকে এ কারণেই দুনিয়া বলা হয়, কেননা এটি আখিরাতের তুলনায় মানুষের অধিক নিকটবর্তী। কিংবা এ কারণে বলা হয়, কেননা নিজের প্রবৃত্তি ও স্বাদ লাভের কারণে দুনিয়া হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী।

(আল হাদীকতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দুনিয়া কী?

হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী'র ১ম খন্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: আখিরাতের পূর্বে সকল সৃষ্টিই হলো দুনিয়া। (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্ণ, রূপা সহ এগুলো দিয়ে ক্রয় করা যায় এমন সব প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতেই দুনিয়াকে বুঝায়।

(আল হাদিকাতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

দুনিয়ার কোন্ বিষয়টি ভালো, আর দুনিয়ার কোন্ বিষয়টি নিন্দনীয়?

দুনিয়াবী বিষয় তিন ধরনের: (১) সেই দুনিয়াবী বিষয় যা আখিরাতে সহযোগীতা করে আর যেগুলোর উপকারিতা মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়। এ ধরনের বিষয় কেবলই দুইটি: ইলম ও আমল। আমল বলতে ইখলাস সহকারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা। আর দুনিয়ার এই প্রকারটি প্রশংসনীয় (অর্থাৎ অতি উত্তম)। (২) সেসব বিষয় যেগুলোর উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে; আখিরাতে সেসবের কোন ফলাফল অর্জিত হয় না। যেমন, গুনাহ্ করার মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণ করা, বৈধ দ্রব্য থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকার

www.dawateislami.net

গ্রহণ করা। যেমন, ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, স্বর্ণ-রূপা, উন্নত পোশাক, উন্নত মানের খাবার ইত্যাদি। আর এই প্রকারটি নিন্দনীয় (অর্থাৎ ঘৃনিত)। (৩) সেসব বিষয় যেগুলো নেক কাজে সহযোগিতা করে। যেমন, প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক ইত্যাদি। এই প্রকারটিও প্রশংসনীয়। কিন্তু এগুলো দ্বারা যদি দুনিয়ার সাময়িক উপকারিতা ও স্বাদ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাবে এগুলোও দুনিয়ার নিন্দনীয় বিষয়ের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যাবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া কে নাযারো ছে ভালা কিয়া হু ছরোকার
উশ্‌শাক কো বাস ইশক হে গুলযারে নবী ছে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার কোন্ কাজটি আল্লাহ পাকের জন্য, আর কোন্‌টি নয়?

দুনিয়াবী কাজগুলোও তিন প্রকারের। **(১)** এমন কতগুলো কাজ রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে কল্পনাও করা যাবে না যে, এগুলো **আল্লাহ পাকের** জন্য করা হয়েছে। যেমন, নাজায়েয ও হারাম কাজ। **(২)** এমন কতগুলো কাজও রয়েছে, যেগুলো **আল্লাহ পাকের** জন্যও হতে পারে, আবার

www.dawateislami.net

অন্য কারো জন্যও হতে পারে। যেমন, চিন্তা-ভাবনা করা ও নফসের কামনা-বাসনা থেকে বেঁচে থাকা। যেমন ধরুন, কেউ লোকজনের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ও মহত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করল, কিংবা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা কেবল এ কারণে ত্যাগ করল যে, ব্যয় থেকে বাঁচা যাবে অথবা স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তাহলে এ কাজটি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য হলো না। **(৩)** এমন কতগুলো কাজ রয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের জন্য মনে হলেও মূলত: করা হয়েছে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে। যেমন; আহার করা ও বিবাহ করা ইত্যাদি। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)**

তাজে শাহী ইছকে আগে হিচ হে
মুস্তফা কি জিস কো উলফত মিল গেয়ী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়াদারের পরিচিতি

যে ব্যক্তি আখিরাতের উন্নতিকে সামনে রেখে দুনিয়া থেকে কিছু গ্রহণ করে, তাকে দুনিয়াদার বলা যাবে না; বরং দুনিয়া তার জন্য আখিরাতের শস্যখেত হিসাবে পরিগণিত

www.dawateislami.net

হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একান্ত ব্যক্তিগত ভোগ ও বিলাসের জন্য এগুলো গ্রহণ করে, সে হলো দুনিয়াদার।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াবী জিনিসের স্বাদ গ্রহণের আশ্চর্যজনক বাস্তবতা

দুনিয়ার কোন বস্তুতেই প্রকৃত স্বাদ নেই। অবশ্য কষ্ট দূরকারী বস্তু বা বিষয়কেই মানুষ স্বাদ বলে থাকে। যেমন- খাবার, এ কারণেই সুস্বাদু যেহেতু তা ক্ষুধা নিবারণ করে। তাই তো, ক্ষুধা নিবারণ হয়ে গেলেই আহারের আর স্বাদ অনুভুত হয় না। অনুরূপ পানিকে এ কারণেই সুস্বাদু মনে হয়, যেহেতু তা তৃষ্ণা নিবারণ করে। যখন তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যায়, তখন পানিতে স্বাদও আর থাকে না। প্রকৃত স্বাদ তো কেবল জান্নাতেই লাভ হবে। কেননা, জান্নাতবাসীদের কোন কষ্টই থাকবে না, সেই ক্ষেত্রে কষ্ট নিরসনকারী বস্তুর প্রয়োজনও বা হবে কেন? তাই সেগুলোর স্বাদ হবে প্রকৃত স্বাদ। যেমন- সে পানাহার করার স্বাদ আসল স্বাদ হবে, কেবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য হবে না।

(আল হাদীকাতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইবলিশের কন্যা

হযরত আলী খাওয়াছ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াটা হলো অভিশপ্ত ইবলিশের (তথা শয়তানের) কন্যা। আর এর সাথে যারা ভালবাসা রাখে তারা সবাই তার কন্যার স্বামী। ইবলিশ তার কন্যার খাতিরে সেই দুনিয়াদার ব্যক্তির কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে। তাই আমার ভাইয়েরা! আপনারা যদি শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকতে চান, তবে তার কন্যার (তথা দুনিয়ার) সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে যাবেন না।

(আল হাদীকাতুন নদিয়া, ১ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

নীল চোখ বিশিষ্ট কুৎসিত বৃদ্ধা

হযরত সায়্যিদুনা ফুজাইল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "কিয়ামতের দিন মানুষের সম্মুখে দাঁত সামনের দিকে বের করা নীল চোখ বিশিষ্ট এক বৃদ্ধা আত্মপ্রকাশ করবে। আর তখন মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি একে চেন? তারা সবাই বলবে: আমরা এর পরিচয় জানা থেকে **আল্লাহ পাকের** কাছে পানাহ্ চাই। তখন (সকলের উদ্দেশ্যে) বলা হবে, এ হলো সেই দুনিয়া যা নিয়ে তোমরা অহংকার করতে, এর কারণেই তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এরই কারণে তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও

www.dawateislami.net

শত্রুতা পোষণ করতে। অতঃপর সেই (বৃদ্ধা সদৃশ) দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন সে চিৎকার করে বলবে: হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার অনুসরণকারীরা ও আমার দলটি কোথায়? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তাদেরকেও তার সঙ্গী বানিয়ে দাও।"

(যম্মুদ দুনিয়া মাআ মাউসুআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৩)

দৌলতে দুনিয়াছে বে রগবত মুজে কর দিজিয়ে
মেরী হাজত ছে মুঝে যায়েদ না করনা মালদার।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল বাসস্থান

রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়াটা হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল স্থান। এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে আর সঠিক পথে ব্যয় করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে সাওয়াব দান করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে আর অবৈধ পথে ব্যয় করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে 'দারুল হাওয়ান' (তথা লাঞ্ছনার ঘরে) প্রবেশ করাবেন।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৫২৭)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসের টীকায় **'ফয়জুল কদীর'** কিতাবে লিখেন: বুঝা গেলো, দুনিয়া মূলত: নিন্দনীয় নয়। কেননা, এই দুনিয়া হলো আখিরাতেরই শস্যখেত স্বরূপ। এ কারণে যে ব্যক্তি শরীয়াতের অনুমোদন সাপেক্ষে দুনিয়ার কোন নেয়ামত অর্জন করবে, তবে তা আখিরাতে তাকে সাহায্য করবে।

(ফয়জুল কদীর, ৩য় খন্ড, ৭২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৭৩)

হুসনে গুলশন মে সরাসর হে ফারিব এয় দুস্তো
দেখনা হে হুসন তো দেখো আরব কে রেগযার।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার তিনটি উত্তম কাজ

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুই অভিশপ্ত, কিন্তু সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে বারণ ও **আল্লাহ পাকের** যিকির ব্যতীত।" **(আল জামেউস সগীর, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৮২)** হযরত আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফয়জুল কদীরে'** হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: নিঃসন্দেহে এসব কাজ (সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে বারণ ও **আল্লাহ পাকের** যিকির) যদিও দুনিয়াতেই করা হয়ে থাকে, কিন্তু দুনিয়াবী

www.dawateislami.net

কাজ নয়। বরং তা হলো আখিরাতের কাজ। এসব কাজ জান্নাতের নেয়ামত পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম। অতএব, প্রত্যেক সে কাজ, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি, সেগুলো অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ফয়জুল কদীর, ৩য় খন্ড, ৭৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৮২)

চারটি বিষয় ব্যতীত দুনিয়া অভিশপ্ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সাবধান হও! দুনিয়াটা হলো অভিশপ্ত বস্তু। আর যা যা এতে রয়েছে সবগুলোও অভিশপ্ত। কিন্তু **আল্লাহ পাকের** যিকির, **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য প্রদানকারী বিষয়, আলিমে দ্বীন ও তালেবে ইলম ব্যতীত।" **(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: যে বস্তু বা বিষয় **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে বিমুখ করে দেয় তা-ই হলো দুনিয়া। অথবা যা **আল্লাহ পাক** ও তাঁর **রাসুলের** অসন্তুষ্টির কারণ হবে তা-ই দুনিয়া। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি (শরীয়াতের অবাধ্যতা হতে বিরত থেকে) অর্জন করা নবীগণের সুন্নাত; এটা দুনিয়া নয়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৭)

www.dawateislami.net

দুনিয়া মশার পাখার চেয়েও অধিকতর তুচ্ছ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াটা হলো খুবই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ। দুনিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দুনিয়া তো মশার পাখার চেয়েও অধিকতর তুচ্ছ বস্তু। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'মলফুজাতে আ'লা হযরতে'র ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠায় আমার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুনিয়ার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে লিখেছেন: হাদীস শরীফে রয়েছে: "দুনিয়ার মূল্য যদি **আল্লাহ পাকের** কাছে একটি মশার পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি এর (দুনিয়া) থেকে পানির একটি ঢোকও কাফেরদেরকে পান করাতেন না।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৭) (দুনিয়াটা) নিকৃষ্ট। তাই এটি দান করা হয়েছে নিকৃষ্টদেরকে। **আল্লাহ পাক** যখন থেকে এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কখনও এটির দিকে দৃষ্টি প্রদান করেননি। দুনিয়াটা আসমান ও জমিনের মাঝখানে শূণ্যেই (ঝুলন্ত অবস্থায়) রয়েছে। দুনিয়া কান্নাকাটি করছে আর বলছে: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি কেন এতো অসন্তুষ্ট? অনেক্ষণ পর ইরশাদ করা হয়: হে নিকৃষ্ট! চুপ থাকো। (অতঃপর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:) স্বর্ণ ও রূপা **আল্লাহ পাকের** শত্রু। যেসব

www.dawateislami.net

লোক দুনিয়াতে স্বর্ণ-রূপার প্রতি ভালবাসা রাখে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন এটা বলে আহ্বান করা হবে,ঐসব লোকেরা কোথায়, যারা **আল্লাহ পাকের** শত্রুদেরকে ভালবাসে! **আল্লাহ** পাক দুনিয়াকে নিজের প্রিয় বান্দাদের কাছ থেকে এতই দূরে রাখেন যেভাবে কোন মা যেমন তার অসুস্থ সন্তানকে ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। (পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১১ এর মধ্যে) **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করছেন:

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَیْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে যেভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে এবং মানুষ অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়।

মানুষ তার মুখে এমনিভাবে মন্দের আবেদন করে, যেভাবে ভালো কিছুরই আবেদন করে থাকে। (সে যা যা আবেদন করছে) **আল্লাহ পাক** জানেন তাতে কীরূপ ক্ষতি রয়েছে। (তাই) এদিকে বান্দা প্রার্থনা করছে আর ওদিকে **আল্লাহ পাক** (সেই বান্দাকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য তার প্রার্থিত বস্তু তাকে) প্রদান করছেন না। (অতঃপর বলেন: পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৬-১৯৭ এর মধ্যে) ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ "হে শ্রোতা! শহর গুলোতে কাফিরদের হেলে দোলে বিচরণ করা কখনো যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। সামান্য উপভোগ (মাত্র)। অতঃপর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ এবং কতই নিকৃষ্ট বিছানা"

(মলফুজাতে আ'লা হযরত, ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব! ঘমে হাবিব মে রুনা নাছিব হু
আসো না রায়েগা হু রুযগার মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অমুসলিমদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষণস্থায়ী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের মনে যেন এই ধরনের কোন কুমন্ত্রণা না আসে যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা দুনিয়ার অনেক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত আর আমরা নিতান্তই দূরাবস্থার শিকার। পক্ষান্তরে অমুসলিমরা দুনিয়ার বুকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করছে ও ভালো অবস্থায় রয়েছে। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন যে, মুসলমানদের জন্য জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। অথচ

www.dawateislami.net

অমুসলিমদের জন্য মৃত্যুর পর কোনই সুখ-শান্তি অবশিষ্ট থাকবে না। বরং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে প্রজ্জ্বলিত আগুন আর জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** এর ৯০৪ পৃষ্ঠায় ২৫ পারার সূরা যুখ্রুফের ৩৩ থেকে ৩৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ** পাক ইরশাদ করেন:

وَلَوْلَاۤ اَنْ یَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ یَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُیُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَیْهَا یَظْهَرُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَ لِبُیُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَیْهَا یَتَّكِـُٔوْنَ ﴿۳۴﴾ وَ زُخْرُفًا ؕ وَ اِنْ كُلُّ ذٰلِكَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি এটা না হতো যে, সকল লোক একই দ্বীনের[১] উপর হয়ে যাবে, তবে আমি অবশ্যই পরম দয়াবানের অস্বীকারকারীদের জন্য রৌপ্যের ছাদ ও সিঁড়ি সমূহ সৃষ্টি করতাম, যেগুলোর উপর তারা আরোহণ করতো; এবং তাদের গৃহ সমূহের জন্য (দিতাম) রৌপ্যের দরজা সমূহ এবং রৌপ্যের আসন, যেগুলোর সাথে তারা হেলান দিতো। আর বিভিন্ন

১. কাফেরদের পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগ-বিলাস দেখে মানুষ কাফের হয়ে যাবার বিষয়টি যদি বিবেচনা না করা হত।

www.dawateislami.net

لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۵﴾

ধরনের সাজ-সজ্জাও আর এই যা কিছু রয়েছে সবই পার্থিব জীবনের আসবাব পত্র। আর আখিরাত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরহেযগারদের জন্য।

কর মাগফিরাত মেরি তেরি রহমত কে সামনে
মেরে গুনাহ্ ইয়া খোদা হে কিস শুমার মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত ছাগল

উক্ত আয়াতে করীমায় মুত্তাকী তথা পরহেজগারদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (পরহেজগার তারা) যাদের কাছে দুনিয়ার চাহিদা নেই (অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই)। তিরমিযী শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে: **আল্লাহ পাকের** নিকট দুনিয়া যদি মশার একটি পাখার সমতুল্য মর্যাদাও রাখতো তাহলে কাফেরদেরকে এই দুনিয়ার এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৭) অপর হাদীসে রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অভাবী

www.dawateislami.net

লোকদের একটি দল নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটি মৃত ছাগল দেখতে পেলেন । বললেন: "দেখতে পাচ্ছ তো, ছাগলের মালিক এটিকে খুবই তুচ্ছ মনে করে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। **আল্লাহ পাকের** দৃষ্টিতে দুনিয়াটা সেরূপ মর্যাদাও রাখে না যে মর্যাদা ছাগল মালিকের এই মৃত ছাগলটির প্রতি রয়েছে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩২৮) আরেকটি হাদীস: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ** পাক যখন নিজের কোন বান্দার প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করেন, তখন তিনি তাকে দুনিয়া হতে এমনভাবে রক্ষা করেন, যেভাবে তোমরা তোমাদের কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।" (তিরমিযী, ৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৪৪) হাদীস: "দুনিয়াটা হলো মুমিনদের জন্য জেলখানা আর কাফেরদের জন্য জন্নাত স্বরূপ।" (তিরমিযী, ২৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৩১) (খাযায়িনুল ইরফান, ৭৮২ পৃষ্ঠা)

কিউ করে না রাশক্ উস পে ইয়ে জাহা কে তাজেদার
হাত জিস কে ইশকে আহমদ কা খাযিনা আগেয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুইজন মৎস্য-শিকারীর ঘটনা

হযরত ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: বর্ণিত আছে; অনেক দিন আগে একজন মুমিন ও

www.dawateislami.net

একজন কাফের মাছ শিকার করতে বের হলো। কাফের লোকটি তার মিথ্যা মাবুদদের নাম নিয়ে অসংখ্য মাছ ধরতে লাগল। তার মাছের স্তুপ হয়ে গেলো। মুমিন ব্যক্তিটি **আল্লাহ পাকের** নাম নিয়ে জাল ফেলতে লাগল। কিন্তু সে মাছ পাচ্ছিল না। সন্ধ্যার দিকে একটি মাত্র মাছ জালে ধরা পড়ল, আর তাও লাফিয়ে পানিতে পড়ে গেলো। মুমিন ব্যক্তিটি খালি হাতে ঘরে ফিরল, আর কাফের লোকটি মাছ ভর্তি পাত্র নিয়ে ফিরল। মুমিন ব্যক্তিটির জন্য তার নিয়োজিত ফেরেশতাটি আফসোস করতে লাগলো। **আল্লাহ পাক** সেই ফেরেশতাকে জান্নাতে মুমিন ব্যক্তিটির প্রাসাদটি (জান্নাতে যে প্রাসাদটি তার জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে) দেখালেন।

তখন ফেরেশতাটি নিজেরই অজান্তে চিৎকার করে বলে উঠল: **আল্লাহর কসম!** এই আলিশান প্রাসাদে প্রবেশ করার পর এই মুমিন মৎস্য-শিকারীর মৎস্য শিকারে ব্যর্থতাজনিত আপদের কোন আফসোস থাকবে না, আর ফেরেশতাটিকে **আল্লাহ** পাক যখন জহান্নামে কাফেরটির ঠিকানা দেখলেন, তখন সে বলল: **আল্লাহর** কসম! এই শাস্তিতে যখন সে পতিত হবে, তখন তার কাছে প্রচুর মাছ পাওয়া দুনিয়ার সাময়িক সুখভোগ কোন কাজে আসবে না।

(তানবীহুল গাফিলীন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অবাধ্যদের বেলায় পছন্দের বস্তু অর্জিত হওয়া একটি অশনি সংকেত মাত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘটনাটি দ্বারা আমরা শিক্ষা পেলাম, অমুসলিমদের দুনিয়াবী উন্নতি ও সম্পদের সহজলভ্যতা (অর্থাৎ সহজে অধিক সম্পদের মালিক হতে পারা) মোটেও ঈর্ষণীয় বিষয় নয়। হাশরের মাঠে গরীব, দুঃখী, অভাবী মুসলমানের ঈদ হবে। নেককার মুসলমানদের পছন্দের বস্তু অর্জিত না হওয়াতে মনে কোনরূপ কষ্ট আনা মোটেও উচিত নয়। কারণ, বেনামাযী হয়ে থাকা ও গুনাহে ডুবে থাকা লোকদের যে কোন বাসনা পূর্ণ হতে থাকা উন্নতির প্রমাণ নয়; বরং অশনি সংকেতই। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা যখন দেখবে যে, **আল্লাহ** পাক দুনিয়াতে গুনাহগার বান্দাকে তার পছন্দনীয় বস্তু দিচ্ছেন, তখন বুঝে নেবে এটা তার পক্ষ থেকে অবকাশ (মাত্র)।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৩১৩)

হুকুমত কি তলব দিল মে, না খাহিশ তাজে শহি কি
নজর মে আশিকো কে বাস মদীনা হি সামাতা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তাৎক্ষণিক শাস্তির হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রত্যেক কাজে কোন না কোন হিকমত থাকে। অভাব-অনটন সহ দুনিয়াবী যে কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আখিরাতের প্রতিদান অর্জন করা উচিত। কেননা, বিপদ-আপদ হচ্ছে গুনাহের কাফফারা ও উন্নতির মাধ্যম। যেমন; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ পাক** যখন কোন বান্দার জন্য মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার গুনাহের শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮০৬)

হযরত মাওলানা রূম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেছেন:

হাম খোদা খোওয়াহি ওয়া হাম দুনিয়াই দোঁ,
এ্যাঁয় খেয়াল আস্ত ওয়া মুখাল আস্ত ওয়া জুনুঁ।

(তুমি **আল্লাহ পাক**কেও চাও, আর চাও নিকৃষ্ট দুনিয়াকেও। তোমার মনোভাব হলো পাগলের আর বাস্তবতা পরিপন্থী।)

মুঝ কো দুনিয়া কি দৌলত না যার চাহিয়ে
শাহে কাওছার কি মিঠি নযর চাহিয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মুবাল্লিগের গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইম বিন মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার পিতা মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মৃত্যুর পরে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? জবাবে তিনি বললেন: আমার প্রতিপালক আমার সাথে মহান দয়া প্রদর্শন করে আমাকে ইরশাদ করলেন: ওহে মন্দ আমলকারী বৃদ্ধ! তুমি জানো, আমি কেন তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি? আমি বললাম: হে আমার প্রতিপালক! আমি তো জানি না। তখন আমার প্রতিপালক আমাকে ইরশাদ করলেন: তুমি একটি ইজতিমায় ভাবাবেগপূর্ণ এক বয়ানে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে কাঁদিয়েছিলে। সেই বয়ানে আমার এমন এক বান্দাও ছিলো, যে জীবনে কখনও আমার ভয়ে কান্না করেনি। কিন্তু তোমার বয়ান শুনে সেও কান্না করেছিল। আমি সেই বান্দার কান্নার কারণে দয়াপরবশ হয়ে তাকে ও ইজতিমায় উপস্থিত সকল মুসলমানের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। এ কারণে তোমারও ক্ষমা হয়ে যায়। (শরহুস সুদুর, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মেরে আশক বেহতে রেহে কাশ হর দম
তেরে খওফ সে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহি
তেরে খওফ সে তেরে ডর সে হামেশা
মে তার তার রহু কাপতা ইয়া ইলাহি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যে কান্না করে, তার কাজ হয়ে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেসব মুবাল্লিগগণের মর্যাদা অনেক উচ্চ ও মহান যারা নিজেদের ভাবাবেগপূর্ণ সুন্নাতে ভরা বয়ানের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। আর **আল্লাহ পাকের** আশ্রয়দানকারী দরবার থেকে পালিয়ে বেড়ানো ব্যক্তিদেরকে নিজের আকর্ষণীয় বয়ানের মাধ্যমে নিয়ে এসে **আল্লাহ পাকের** দরবারে হাজির করেন। নিঃসন্দেহে ইখলাস সহকারে ভালো ভালো নিয়্যত করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়েরা উভয় জগতেই সফল। বর্ণনাটি দ্বারা এটাও বুঝা গেলো; **আল্লাহ পাকের** ভয়ে যে ব্যক্তি কান্না করে, তার কাজ হয়ে যায়। **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না করা নিঃসন্দেহে একটি সৌভাগ্যের বিষয়। বরং কান্নাকরা লোকের বরকতে কান্না না করা লোকেরও তরী পার

www.dawateislami.net

হয়ে যায়। অতএব, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদান করা এবং এসব ইজতিমায় দোয়া করা ভাবাবেগপূর্ণ দোয়ায় অংশগ্রহণ করার অনেক বরকত রয়েছে। জানি না কোন্ কান্না করা লোকের সদকায় উপস্থিত সকলেরই ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে যায়।

তড়প্নে পাড়্কনে কা দে দে সালিকা
তেরে ডর সে রোনে কা শিক্লা ত্বরিকা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আখেরী নবী ইরশাদ করেনঃ

যে নিজের দুনিয়াকে ভালোবাসলো সে নিজের আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করলো আর যে নিজের আখিরাতকে ভালোবাসলো সে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করলো। সুতরাং নিঃশেষ হওয়া বিষয়ের উপর স্থায়ী থাকা বিষয়কে প্রাধান্য দাও।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭/১৬৫, হাদীসঃ ১৯৭১৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net